সংবাদ 112
তারিখ 01 JUL 1985
পৃষ্ঠা ... ১ কলাম ... ১

জাতীয় বাজেট ঘোষণা।। রাজস্ব খাতে ৪৪১ কোটি টাকা উদ্বৃত্ত

১৯৬ কোটি টাকার নয়া কর ধার্য

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর ২৬১ কোটি ৫৬ লাখ টাকার ঘাটতি মেটাতে '৮৫-৮৬ সালের জাতীয় বাজেটে ১৯৬ কোটি ৫৬ লাখ টাকার নতুন ও বর্ধিত কর এবং ৬৫ কোটি টাকার আভ্যন্তরীণ ঋণ সংগ্রহের ব্যবস্থা করা হয়েছে। নতুন বাজেটে রাজস্ব খাতে বিদ্যমান কর, শুল্ক, ফিস ও মাশুলের ভিত্তিতে আদায় দেখানো হয়েছে ৩৭৫৪ কোটি টাকা। আয়ব্যয় হিসেব করে রাজস্বে উদ্বৃত্তের পরিমাণ ৪৪১ কোটি টাকা।

গতকাল বিকেলে মুখ্য অর্থ-সচিব ও অর্থ উপদেষ্টা জনাব মো: সাইদুজ্জামান পুরাতন সংসদ ভবনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে নতুন অর্থবছরের জাতীয় বাজেট ঘোষণা করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন রাষ্ট্রপতি ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক লে: জেনারেল এইচ, এম এরশাদ। মন্ত্রিসভার সদস্য, পদস্থ সামরিক-বেসামরিক কর্মকর্তা, বিদেশী কূটনীতিক, জাতীয় সংবাদপত্রের সম্পাদক এবং শিল্প ও বণিক সমিতির প্রতিনিধি ও বিশিষ্ট নাগরিকবৃন্দসহ আমন্ত্রিত অতিথিরা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

বাজেট ভাষণের পূর্ণ বিবরণ
পৃ: ২, ৫, ৬ ও ৭

নয়া বাজেটে রাজস্ব খাতে আদায় ৩ হাজার ৭৫৪ কোটি টাকা ও ব্যয় ধরা হয়েছে ৩ হাজার ৩১৩ কোটি টাকা। আয়-ব্যয়ের হিসেবে প্রাক্কলিত রাজস্ব উদ্বৃত্তের পরিমাণ দাঁড়ায় ৪৪১ কোটি টাকা।

রাজস্ব আয়ের ২ হাজার ৯৬১ কোটি টাকা আসবে ভূমি উন্নয়ন করসহ অন্যান্য কর থেকে। বাকীটা পাওয়া যাবে কর বহির্ভূত খাত হতে।

'৮৫-৮৬ সালের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে ব্যয় ধরা হয়েছে ৩ হাজার ৮২৫ কোটি ৭২ লাখ টাকা। কর্মসূচীর জন্য অর্থসংস্থান হয়েছে ৩ হাজার ৫৬৪ কোটি ১৬ লাখ টাকা। অর্থসংস্থানে ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়ায় ২৬১ কোটি ৫৬ লাখ টাকা। নতুন কর ও আভ্যন্তরীণ ঋণ সংগ্রহের মাধ্যমে এই ঘাটতি মেটানো হবে। উন্নয়ন ব্যয়ের জন্য আভ্যন্তরীণ সম্পদ থেকে পাওয়া যাবে ৬১৬ কোটি ৭২ লাখ টাকা ও বৈদেশিক সাহায্য আসবে ৩২০৯ কোটি টাকার। উন্নয়ন কর্মসূচীতে মোট প্রকল্পের সংখ্যা ৭৬০। এর মধ্যে মূল কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ৬৩৭টি।

দীর্ঘ সোয়া দু' ঘণ্টার বাজেট বক্তৃতায় অর্থ উপদেষ্টা '৮৪-৮৫ সালের অর্থনীতির গতিধারা ও সংশোধিত বাজেট এবং '৮৫-৮৬ সালের নতুন রাজস্ব ও উন্নয়ন বাজেট ঘোষণা করেন।

নতুন অর্থবছরের রাজস্ব নীতি সম্পর্কে অর্থ উপদেষ্টা বলেন, কর রাজস্বের কাঠামোগত বুনিয়াদ সুদৃঢ় ও সুষম করার উদ্দেশ্যে এবং আর্থ-সামাজিক ন্যায়নীতির

(শেষ পৃ: ১-এর ক: দ্র:)

কর কোথায় কমলো, কোথায় বাড়লো

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

গতকাল রোববার ঘোষিত ১৯৮৫-৮৬ সালের জাতীয় বাজেটে বিভিন্ন রকম কর বাড়িয়ে ১৯৬ কোটি ৫৬ লাখ টাকার বর্ধিত রাজস্ব সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নেয়া হয়েছে। এর মধ্যে আয়কর থেকে ৫৫ কোটি টাকা, আবগারী শুল্ক থেকে ৮২ কোটি টাকা, কাষ্টমস ডিউটি ও বিক্রয় কর থেকে ২৩ কোটি টাকা, ষ্ট্যাম্প ডিউটি, রেজিষ্ট্রেশন ফি ইত্যাদি থেকে ৬ কোটি টাকা, ভূমি উন্নয়ন কর থেকে ১০ কোটি ৫৬ লাখ টাকা, পাসপোর্ট

(শেষ পৃ: ২-এর ক: দ্র:)

কোথায় কমলো বাড়লো

(১ম পাতার পর)

ও এয়ারপোর্ট ফী থেকে ৬ কোটি টাকা এবং রেলভাড়া থেকে ১৪ কোটি টাকা অতিরিক্ত আয় করা হবে।

গতকাল রোববার ঘোষিত ১৯৮৫-৮৬ অর্থবছরের বাজেটে যেসমস্ত পণ্যের উপর বর্ধিত হারে আমদানী শুল্ক আরোপ করা হয়েছে সেগুলো হলো সাইকেল টায়ার; এক ফেজের ইলেকট্রিক মিটার, গ্রে-পোর্টল্যাণ্ড সিমেণ্ট, ভি বেল্ট, পাম্প, ছাতার শলাকা, ডুপ্লিকেটিং কালি, ষ্টার্চ, তরলগ্লুকোজ ও ডেক্সট্রোজ মনোহাইড্রেট, আড়াই কেজি পর্যন্ত টিনজাতগুড়া দুধ, ক্যাপিটাল মেশিনারী, সম্পূর্ণ সংযুক্ত ও সম্পূর্ণ সংযুক্ত মোটর সাইকেল, রঙিন, সাদা কালো ও সম্পূর্ণ বিযুক্ত টেলিভিশন, ৮ ইঞ্চি ব্যাস পর্যন্ত জি আই পাইপ, জিপি শীট, হ্যাংকে সেলাই সুতা, প্রতিটি ৬ টাকা পর্যন্ত সি এণ্ডএফ মূল্যের বল পয়েণ্ট কলম, সাইকেলের রিম ও হ্যাণ্ডেল বার, ষ্ট্যাপলিং পিন, দুই টন ক্ষমতাসম্পন্ন শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র, ইনসুলেটর, প্রতি ডজন ১৮ টাকা পর্যন্ত সি এণ্ড এফ মূল্যের কাঠ পেন্সিল, সেণ্ট্রিফিউগ্যাল পাম্প, বৈদ্যুতিক মোটর ও জুতার ফিতা।

যেসমস্ত পণ্যের ট্যারিফ ভ্যালু বাড়ানো হয়েছে সেগুলো হলো রেফ্রিজারেটর ও ডীপ ফ্রিজার পুরাতন কাপড়, সুপারি ও ক্রাউন কর্ক।

জাতীয় বাজেট ঘোষণা

(১ম পাতার পর)

স্বার্থে, নতুন রাজস্ব আহরণের উৎস হিসেবে প্রত্যক্ষ করকে অধিকতর গুরুত্ব দেয়ার প্রয়াস নেয়া হয়েছে। পরোক্ষ করের বেলায় আমদানীভিত্তিক করের ওপর অত্যধিক নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি না করে দেশজ উৎপাদিত পণ্যকে পরোক্ষ করের উৎস হিসেবে ব্যবহারের মাত্রা উন্নীত করার ধারা অব্যাহত রাখা হয়েছে। ফলে কর রাজস্ব বিন্যাসে বেশ কিছু পরিবর্তন আসবে।

উপদেষ্টা বলেন, করারোপ যাতে দ্রব্যমূল্যের স্থিতিশীলতার প্রতিবন্ধক না হয় সেদিকে দৃষ্টি দেয়া হয়েছে। তবে পরম্পরাগত সম্পর্কের বিচারে এই লক্ষ্যবস্তুগুলো সব সময় একে অন্যের সম্পূরক নয়। বরং অনেক ক্ষেত্রেই পরস্পরবিরোধী হয়ে দাঁড়ায়। বিশেষত: যেখানে দেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে অর্থ যোগান দেয়ার প্রয়োজনে অধিকতর মাত্রায় আভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণ অনিবার্য হয়ে পড়ে।

আমদানী শুল্ক সম্পর্কে অর্থ উপদেষ্টা বলেন, কেবল রাজস্ব সংগ্রহের মাধ্যম হিসেবেই নয়, শিল্পোন্নয়নের বাহন হিসেবে এই শুল্ককে ব্যবহারের নীতি অব্যাহত রয়েছে এবং তা ব্যাপকভাবে সম্প্রসারণ করা হয়েছে। এবারের বাজেটে আমদানী শুল্ক কার্যক্রম প্রণয়নে অনুসৃত মূল নীতিমালার মধ্যে রয়েছে দেশীয় শিল্পের স্বার্থ রক্ষা ও উৎপাদন বৃদ্ধি উৎসাহিত করা, রপ্তানি বৃদ্ধিতে সহায়তা দান ক্রেতার স্বার্থরক্ষা, আভ্যন্তরীণ উৎপাদন বৃদ্ধি, রাজস্ব বৃদ্ধি ও শুল্কহার সহজীকরণ। উপদেষ্টা উল্লেখ করেন যে, উৎপাদন বৃদ্ধি উৎসাহিত করার জন্য শিল্পায়নে সহায়তামূলক বিভিন্ন ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

উন্নয়ন কর্মসূচী

'৮৫-৮৬ সালের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী সম্পর্কে অর্থ উপদেষ্টা বলেন যে, এই কর্মসূচীর কলেবর ৩ হাজার ৮২৫ কোটি টাকায় নির্ধারণ করা হয়েছে। এতে মোট প্রকল্পের সংখ্যা হবে ৭৬০, মূল কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত আছে ৬৩৭টি প্রকল্প, বার্ষিক কারিগরি সাহায্য কর্মসূচীতে আছে ৯৩টি প্রকল্প এবং বিভিন্ন স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার নিজস্ব তহবিল থেকে বাস্তবায়িত হবে ৩০টি প্রকল্প। '৮৫-৮৬ সালে নতুন প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত করার সম্ভাবনা সীমিত। নতুন বছরে বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার নির্ধারিত হয়েছে ৫ দশমিক ৫ শতাংশ।

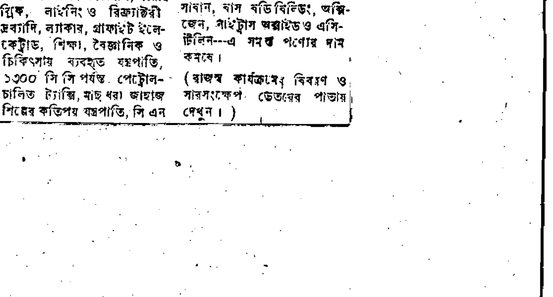

রাষ্ট্রপতি এরশাদ গতকাল রোববার ১৯৮৫-৮৬ সালের বাজেট এবং ১৯৮৪-৮৫ সালের সংশোধিত বাজেট অনুমোদন করেন। সর্ব ডানে অর্থ উপদেষ্টা জনাব সাইদুজ্জামান।

যেসমস্ত পণ্যের ওপর বর্ধিত হারে আবগারী শুল্ক বসানো হয়েছে সেগুলো হলো সিগারেট, বিড়ি, গ্যাস, দিয়াশলাই, ওষুধ, ইট, রেডিও ও সিনেমা। ফলে এ সমস্ত পণ্যের দাম বাড়বে।

যেসব খাতে শুল্ক কমলো

নয়া বাজেটে যে সমস্ত পণ্যের উপর আমদানী ও রেগুলেটরী শুল্ক, আবগারী শুল্ক এবং ট্যারিফ মূল্য হ্রাস করা হয়েছে সেগুলো হলো একতারের সুতা, হ্যাংকে ব্লিচড, মার্সেরাইজড সেলাই সুতা, কোয়ার্টস, বিএমটিএফ কর্তৃক আমদানীকৃত ড্রাফটিং জোন, সম্পূর্ণ বিযুক্ত হাতঘড়ি, ব্লেড শিল্প কর্তৃক আমদানীকৃত টাকস ও ট্যাগী টেপস, ষ্টীপে ষ্টেইনলেস ষ্টিলের রেজর ব্লেডের ব্যাংক, ইনগট ও সাব-ইনগট, বিকল্প জেনারেটর, জুতার লাষ্ট, নির্দিষ্ট আকারে কর্তিত ফিল্টার কাগজ; বোতামের ব্ল্যাংক, সোলডারিং তার ও সোলডারিং লীডের তার, প্যারাসিটামলের কাঁচামাল, ফায়ার ব্রিক, লাইনিং ও রিফ্র্যাক্টরী দ্রব্যাদি, ল্যাকার, গ্রাফাইট ইলেকট্রোড, শিক্ষা, বৈজ্ঞানিক ও চিকিৎসায় ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি, ১৩০০ সি সি পর্যন্ত পেট্রোলচালিত ট্যাক্সি, মাছ ধরা জাহাজ শিল্পের কতিপয় যন্ত্রপাতি, সি এন জি কিট, ইংরেজী টাইপরাইটার, ডুপ্লিকেটিং মেশিন ও ক্যালকুলেটর এবং এগুলোর যন্ত্রাংশ টুকরো কাপড়, চুনাপাথরে তৈরী সিমেণ্ট, তরল সাবান, গুঁড়া সাবান, বাস বডি বিল্ডিং, অক্সিজেন, নাইট্রাস অক্সাইড ও এসিটিলিন---এ সমস্ত পণ্যের দাম কমবে।

(রাজস্ব কার্যক্রমের বিবরণ ও সারসংক্ষেপ ভেতরের পাতায় দেখুন।)

ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র